ফেসবুক সমাচার
খন্দকার জাহিদ হাসান

ফেসবুকের প্রণেতারা ঠিক কি ধরণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিশ্বজনতার জন্য এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ওয়েবসাইটটি উদ্ভাবন করেছিলেন, তা এখন আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তবে পাশ্চাত্যের জনগণ ফেসবুককে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকে। বাণিজ্যিক প্রচারকার্যেও এই মিডিয়াটি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। দেখাদেখি প্রাচ্যবাসী ও পাশ্চাত্যে বসবাসকারী প্রাচ্যের মানুষেরাও আজকাল বাণিজ্যিক কাজে ফেসবুকের ব্যবহার শুরু করেছে। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলঃ প্রাচ্যের বেশীর ভাগ মানুষই কিন্তু ফেসবুককে চলমান এক আন্তর্জাতিক ও আন্তর্জালিক ফটো অ্যালবাম হিসেবে ব্যবহার করতেই বেশী পছন্দ করছে। শুধু স্থিরচিত্র নয়, নানান ধরনের ভিডিও ক্লিপও বাদ যাচ্ছে না। এইসব পোস্টিং সবার জন্য উন্মুক্ত রাখার দিকেই অধিকাংশ ফেসবুকারদের ঝোঁক। ফেসবুকের দাপটে আজ হার্ড কপির ফটোভিত্তিক পারিবারিক অ্যালবাম বিলুপ্তির পথে।

আমরা সবাই জানি যে, Face শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে 'মুখমণ্ডল'। তাই বাঙ্গালী ও তৃতীয় বিশ্বের সমগোত্রীয় ফেসবুকারদের অনেকেই সচেতন বা অবচেতনভাবে ধরেই নিয়েছেন যে, Facebook বা 'মুখমণ্ডল বই'-তে পাইকারী হারে কেবল মুখমণ্ডল তথা চেহারার ছবি সেঁটে যেতে হবে। উঠতি বয়সের ফেসবুকারদের মাঝে এই প্রবণতা বেশী থাকলেও আজকাল বয়োজ্যেষ্ঠরাও এক্ষেত্রে আর পিছিয়ে থাকতে চাইছেন না। শুধু কি তা-ই? এখন আর ফেসবুকের দ্বারা কেবল ফটো অ্যালবামের কাজই হচ্ছে না, আয়নার কাজও শুরু হয়ে গেছে। ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করা যাক। আয়না দিয়ে মানুষ কি করে? সকাল বিকেল দু'বেলা কিংবা কারো উৎসাহ খুব বেশী থাকলে দিনে অনেকবারই মুখ দেখে। সরাসরি দেখে, বাঁকা হয়ে বাঁকা চোখে দেখে, সামনাসামনি দেখে, এ-কাত ও-কাত হয়ে দেখে। বড় আয়না হলে নিজেকে দেখার সে সুযোগ আরও বেড়ে যায়।

১৯০৩ সালে চিত্রশিল্পী জন উইলিয়াম ওয়াটারহাউসের আঁকা নার্সিসাস ও একোর ছবি।।

গ্রীক পুরাণ বলে যে, Narcissus (নার্সিসাস) নামের এক আপন-সৌন্দর্যে-সদা-বিভোর স্বার্থপর গোছের যুবা স্থির জলাধারে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে দেখেই নাকি দিনমান কাটিয়ে দিত। এ-কাজে সে এতটাই আত্মনিমগ্ন থাকত যে, Echo (একো) নামের এক অপরূপার প্রেমও সে অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করেছিল। সেই শোকে একো আহারনিদ্রা ত্যাগ করে দৈহিকভাবে শুকোতে থাকে। শুকোতে শুকোতে সে একদিন পুরোপুরিভাবে অদৃশ্য হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। সে যা হোক, আয়না আবিষ্কার হওয়ার আগে স্বাভাবিকভাবেই চেহারা চর্চার কাজটি ছিল দুরূহ। কারণ পুকুর, দীঘি, ইত্যাদি জলাধার তো আর পাহাড় বা দেয়ালের মতো খাড়া নয়, বরং আনুভূমিক। তাই আয়নার ইচ্ছেমত ব্যবহারের সেই অবারিত সুযোগ সেখানে কোথায়?

কালের বিবর্তনে অতঃপর আয়না এলো। নিজেকে সমাজের আর দশজনের চোখে সুন্দর লাগছে কিনা, পরিচ্ছন্ন বা নিদেনপক্ষে গ্রহণযোগ্য লাগছে কিনা- তা একটু পরখ করে নিতে আয়নার তুলনা হয় না। কিন্তু একেবারে হালে ফেসবুক এসে আয়নাকেও যেন হটিয়ে দিতে চাইছে। দিবানিশি, প্রহরে প্রহরে, এমনকি ক্ষণে ক্ষণেও পালটে যাচ্ছে অগণিত ফেসবুকারদের প্রোফাইল পিকচার। 'সেল্‌ফি' এক্ষেত্রে 'বিপ্লব' এনে দিয়েছে। পার্থক্য হলঃ মানুষ আয়নায় নিজেকে কেবল নিজেই দেখতে পায়, কিন্তু ফেসবুকের পাতায় সে এখন নিজেকে

তো দেখতে পাচ্ছেই, সেই সাথে আরও অনেকেই নিমেষে তাকে দেখে ফেলছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মতামতও জানিয়ে দিচ্ছে। আর মতামত প্রদানের অজস্র সব গৎবাঁধা ভাষা ও বুলি রয়েছেঃ 'মাশ্‌ আল্লাহ্‌', 'ফাটাফাটি', 'দারুণ লাগছে', 'আপনার বয়স কি আর বাড়বে না?', ইত্যাদি। মানুষ জন্মগতভাবেই তো আত্মপ্রচারমুখী। সুতরাং নিজেকে প্রকাশের এমন অবাধ আর অপ্রতিহত সুযোগের সদ্ব্যবহার তো সে করবেই। এক্ষেত্রে তাকে দোষ দেয়া যায় না। কবি Alexander Pope-এর সেই অসাধারণ কবিতা Happy the Man-এর সেই শেষ কয়েক পংক্তির কথাই ধরা যাকঃ 'Thus let me live, unseen, unknown; Thus unlamented let me die; Steal from the world, and not a stone Tell where I lie.'- সে তো কেবল কথার কথা, শুধুই হেঁয়ালিভরা সব দর্শন-তত্ত্ব! একজন মানুষকে কেউ চিনল না, জানলো না, আর এভাবেই সে খুব সুখী এক মানুষ হিসেবে জীবন কাটিয়ে দিল, তাই কি কখনো হয়? যত্তসব আজগুবি দর্শনতত্ত্ব! ও ব্যাটা আলেকজান্ডার পোপ-ই তো ঐ কবিতা লিখে অমর হয়ে গেছে- অদেখা আর অচেনা হয়ে কি সে আর থাকতে পারল? নাহ্‌, আধুনিক যুগে কেউ আর ওসব তাত্ত্বিক দর্শনে বিশ্বাস করতে রাজী নয়। ও পথে কোন আত্মতৃপ্তি নেই। অগণিত মানুষের কাছে পরিচিত হওয়ার মতো এত আনন্দ ও গর্বের বিষয় আর কি হতে পারে! যেভাবেই হোক, জনপরিচিতি তাকে পেতেই হবে।

সুতরাং প্রোফাইল পিকচারের সাথে সাথে আনুষঙ্গিক আর যত সব ফটোও এখন অহর্নিশি যাচ্ছে পালটে, অসংখ্য নতুন নতুন ছবি প্রতি মুহূর্তে সংযোজিত হয়ে চলেছে। বিভিন্ন ভঙ্গীতে, বিভিন্ন সাজে, বিভিন্ন পোশাকে আর বিভিন্ন কেশবিন্যাসে নিজেকে কেমন দেখাচ্ছে- তা পরখ করে নেয়ার জন্য তাই আয়নার আর দরকার কি! একাকী, জীবনসঙ্গীর সাথে, ভালবাসার মানুষটির সাথে, সন্তানের সাথে, বন্ধুবান্ধবদের সাথে- ঘরেবাইরে, নদীর তীরে, ফুলের মেলায়, পার্টিতে কিংবা পিকনিকে অথবা পর্যটনকালে- নিত্যদিনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড অবলীলায় উঠে আসছে ফেসবুকের পাতায়- ফটো কিংবা ভিডিওর আকারে। মানুষ কি খাচ্ছে, কোথায় খাচ্ছে,

কি হজম করছে, কোন্ কোন্ জায়গা সে চষে বেড়াচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে সে কি ভাবছে বা অনুভব করছে- তা যেন সঙ্গে সঙ্গে অন্য দশজনকে না জানালে তার কিছুতেই আর চলছে না। আর সব্বাই এখন সবকিছুর বিচারক। সব বিষয়ে ফীডব্যাক ও মতামত দেয়া বর্তমান যুগে সকলের জন্য খুব জরুরী হয়ে পড়েছে। সে অর্থে ফেসবুকের ব্যাপারটা বড়োই মহান। কারণ ব্যস্ততায় ভরা আমাদের এই আধুনিক জীবনযাত্রা প্রণালী বড্ড একপেশে। ঘড়ির কাঁটার সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষের সময় কাটে। সুতরাং ফেসবুকের নেশাতে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কারো যদি দিনের কিছুটা সময় পার হয়ে যায়, তাতে ক্ষতি কি! একঘেয়েমি তো কাটল কিছুটা। বাস্তবে সবাই পরস্পরের কাছ থেকে দূরে থাকলেও এই ফেসবুকের মাধ্যমে তারা কতো কাছাকাছি চলে আসতে পারে! তাই এটি একটি মহান ব্যাপার বৈকি। তাছাড়া ফেসবুক বর্তমানকালে জনমত তৈরিতে এবং তথ্যের দ্রুত আদান-প্রদান বা সঞ্চালনেও বিশাল ভূমিকা রাখছে। অপরাধীদের পক্ষে কৃতকর্মের বিষয়কে ধামাচাপা দেয়াটা ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে। এদিকটাও ভেবে দেখার মতো।

অল্প সংখ্যক হলেও কিছু মানুষ আছে, যাদের কাছে 'Face' বা 'মুখ'-এর একাধিক মানে রয়েছে। শুধু শরীরগত বাহ্যিক মুখমণ্ডল তাদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তাদের মতে শুধু মানুষেরই নয়, এই জীবন ও জগতেরও তো কতো রকমের বিচিত্র সব মুখ রয়েছে, চেহারা রয়েছে, অবয়ব রয়েছে, বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুতরাং তাদের কেউ কেউ ব্রতী হয়ে উঠছে শিল্পসাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা এবং নানান ধরণের তথ্যসমৃদ্ধ বা বিনোদনমূলক ভিডিও, লেখা, কার্টুন, ইত্যাদির মাধ্যমে ফেসবুকের পাতাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে।

আসলে মানুষের কেবল ক্ষুৎপিপাসা মেটালেই চলে না। এর বাইরেও সে আরও কি যেন চায়। মনের খোরাক-টোরাক জাতীয় জিনিস আর কি, যা তাকে মানসিকভাবে চালিয়ে নিয়ে যায়। গালভরা সাহিত্যিক কায়দায় একেই বোধ হয় 'সংস্কৃতি' বলে, যার মাধ্যমে মানুষ জীবনের এক অন্য ধরণের মানে খুঁজে পায়, জীবন চলার পথ তার জন্য সুগম হয়ে ওঠে। কেউ শিল্প-সাহিত্যের চর্চা করে, কেউ গান করে, কেউ বা কবিতার জগতে ঢুকে পড়ে, কেউ ধর্মে বা আধ্যাত্মিক কাজে মন দেয়। কেউ আবার মাইক্রোফোন পেলে বক্তৃতা দিতে ভালবাসে। আবার খাদ্যরসিক কিছু মানুষ রসনাভিত্তিক চর্চার মাধ্যমেও জীবনের প্রেরণা খুঁজে পেতে পারে। এমনকি একই সাথে একাধিক জগতেও কারো কারো পদচারনা থাকতে পারে। আসলে প্রত্যকের জগত তার নিজের কাছে মহামূল্যবান, অন্য আর দশজনের কাছে তা যতোই তুচ্ছ হোক না কেন। কারণ যা তার ধ্যানজ্ঞান বা যা নিয়ে তার দৈনন্দিন জীবনের অনেকটা সময় কেটে যায়, তাকে সে নিজে ছোট করে দেখতে পারে না, কারণ সেক্ষেত্রে সে যে নিজের কাছে নিজেই ছোট হয়ে যায়। তা হলে সে বাঁচবে কিভাবে! তাই 'কুয়োর ব্যাঙ' কথাটা সম্ভবতঃ আপত্তিকর। কারণ বাইরের জগতটা যতো বৃহতই হোক না কেন, ব্যাঙের কাছে তার কুয়োটাই সর্বস্ব। আর তা ছাড়া আকার বা আয়তনের ব্যাপারগুলো তো সত্যিকার অর্থে কুহেলিকাময়। যেমন এই বিশ্বটা আপাতত যতো বিশাল বলেই মনে হোক না কেন, কে জানে আমাদের অজানা অন্য কোন জগতের নিরিখে আমাদের বিশ্বটা হয়তো কুয়োর সমান। সুতরাং সবকিছুই আসলে মহিমাপূর্ণ।

সুদূর অতীতকালে অনেক মানুষের নেশা ছিল দিকবিজয়ে বা রাজ্যজয়ে, কেউ কেউ মজা পেত যুদ্ধ করে। যুদ্ধ অবশ্য এখনো অন্যভাবে চলছে। অনেকের সময় কাটে নেশাভাং করে বা জুয়া খেলে। এককালে মানুষের কিছুই করার না থাকলে একত্রে বসে আড্ডাবাজী করে সময় কাটাত। বর্তমানকালে মানুষের হাতে অতো সময় নেই। তাই আড্ডার ডাইমেনশন গেছে পালটে। এই নতুন প্রেক্ষাপটে তাই ফেসবুক মানুষের জন্য এক নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে। যুগের হাওয়াকে তো আমাদের স্বাগত জানাতেই হবে।